আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন:

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
হটলাইন: ০১৭৬১ ২২২২২২-৪

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
হটলাইন: ০১৭১৫ ২২০২২০

অনুসন্ধান এবং জিজ্ঞাসাবাদ

আপনার অধিকার ও পুলিশের কর্তব্য

BLAST

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative

ব্লাস্ট ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি জাতীয় আইন সেবা ও মানবাধিকার সংগঠন। সারাদেশে ১৯টি জেলা কার্যালয় ও আইন সহায়তা ক্লিনিকের মাধ্যমে ব্লাস্ট আইন সহায়তা প্রার্থীদের নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত আইন সহায়তা দিয়ে থাকে। ব্লাস্ট তৃণমূল পর্যায়ে মানবাধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনী পরামর্শ এবং মামলা ও মধ্যস্থতা পরিচালনা করে। অধিকার ও আইনী সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এডভোকেসির অংশ হিসেবে ব্লাস্ট জনস্বার্থে মামলাও পরিচালনা করে। বিস্তারিত জানার জন্য লগ ইন করুন: www.blast.org.bd

© বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

প্রকাশকাল: আগস্ট ২০১৫

মুদ্রণ: এক্সিকিউট

প্রকাশনায়:
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
প্রধান কার্যালয়
১/১, পাইওনিয়ার রোড,কাকরাইল, ঢাকা ১০০০
টেলিফোন: +৮৮(০২) ৮৩৯১৯৭০-২, ৮৩১৭১৮৫
ফ্যাক্স: +৮৮(০২)৮৩৯১৯৭৩
ই-মেইল: mail@blast.org.bd, ওয়েব: www.blast.org.bd

গ্রন্থস্বত্বগত অবস্থান
এই প্রকাশনাটির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ অবাধে পর্যালোচনা, পরিমার্জনা, পুনর্মুদ্রণ এবং অনুবাদ করা যেতে পারে, কিন্তু তা কোনভাবেই বিক্রয়ের জন্য বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। এই প্রকাশনার কোন পরিবর্তনে ব্লাস্টের অনুমোদন আবশ্যক এবং প্রকাশনাটির যেকোন তথ্য, উপাত্ত ব্যবহারে ব্লাস্টের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। যেকোন অনুসন্ধানের জন্য ই-মেইল করুন: publication@blast.org.bd

This pamphlet has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this pamphlet are the sole responsibility of BLAST and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

এই প্রকাশনাটি ইউরোপিয়ন ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত হয়েছে। এখানে প্রকাশিত সকল মতামত ব্লাস্টের নিজস্ব এবং কোনভাবেই তা ইউরোপিয়ন ইউনিয়নের মতামতের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হবে না।

পুলিশের তদন্ত কাজে অনুসন্ধান এবং জিজ্ঞাসাবাদ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অপরাধ বা ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে থাকেন। অপরাধ বা অপরাধী সম্পর্কে সঠিক ও প্রকৃত তথ্য প্রদান করা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় আপনার কী অধিকার রয়েছে?

- আপনার বিপক্ষে সাক্ষ্য হিসেবে কোন বক্তব্য দিতে পুলিশ আপনাকে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ করতে পারবে না
- এমন কোন বক্তব্য বা প্রশ্নের উত্তর দেয়া উচিত হবে না যা আপনাকে কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে [সংবিধানের ৩৫ (৩) অনুচ্ছেদ ও ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ (২) ধারা]
- যে অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে সে অপরাধ স্বীকার করার জন্য পুলিশ আপনাকে কোন প্রকার হুমকি প্রদান করলে, প্রলোভন দেখালে বা বাধ্য করলে তা ফৌজদারী বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হবে না [সাক্ষ্য আইনের ২৪ ধারা]
- জিজ্ঞাসাবাদ বা প্রশ্ন করার সময় সকল প্রকার লাঞ্ছনা, অপব্যবহার বা নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে
- জিজ্ঞাসাবাদের সময় কোন বক্তব্যে আপনার স্বাক্ষর করার প্রয়োজন নেই [ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ (১) ধারা]

- ম্যাজিস্ট্রেট-এর অনুপস্থিতিতে পুলিশের নিকট দেয়া কোন বক্তব্য আদালতে পুলিশ আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবেন না [সাক্ষ্য আইনের ২৬ ধারা]
- আপনি যে অপরাধ করেছেন সে অপরাধ যদি স্বীকার করতে চান তাহলে তা ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে স্বীকার করবেন
- আপনি যদি স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকার করেন তাহলে এই স্বীকারোক্তি আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

তদন্তের সময় কোন বিষয়গুলো আপনার মনে রাখতে হবে?

- থানায় তদন্তের স্বার্থে প্রশ্নোত্তরের জন্য যাওয়ার সময় আপনার উচিত আত্মীয় বা বন্ধুদের কাউকে নিয়ে যাওয়া
- বিচলিত না হয়ে শান্ত ও ভদ্রভাবে পুলিশের প্রশ্নের উত্তর দেবেন
- সংগঠিত অপরাধ সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেবেন
- ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করবেন না
- অসম্পূর্ণ বা ভুল তথ্য দেবেন না।

পুলিশ কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে আপনার কোন অভিযোগ থাকলে আপনি কি করতে পারেন?

- পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যেমন, পুলিশ সুপার (এসপি), উপ-পুলিশ মহা-পরিদর্শক (ডিআইজি), অতিরিক্ত পুলিশ মহা-পরিদর্শক (প্রশাসন) বা পুলিশ মহা-পরিদর্শক (আইজি)-এর সাথে ফোন, ই-মেইল অথবা সরাসরি দেখা করে আপনি অভিযোগ জানাতে পারেন।

অতিরিক্ত পুলিশ মহা-পরিদর্শক (প্রশাসন)	ফোন: ০২ ৯৫১৫১০৫, ০১৭১৩ ৩৭৩০০১ ই-মেইল: addliga_o@police.gov.bd
পুলিশ মহা-পরিদর্শক	ফোন: ০২ ৯৫১৪৪৪৪-৫, ০১৭১৩ ৩৭৩০০০ ই-মেইল: ig@police.gov.bd

- পুলিশ সুপারের নিকট রেজিস্ট্রি ডাক, ই-মেইল কিংবা ফ্যাক্স-এর মাধ্যমে অভিযোগ পাঠাতে পারেন। যদি পুলিশ সুপার উক্ত অভিযোগের বিষয়ে সন্তুষ্ট হন তাহলে তিনি নিজে এ বিষয়ে তদন্ত করবেন বা তদন্তের আদেশ দিবেন
- আপনি এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন
- যদি কোন পুলিশ কর্মকর্তা জিজ্ঞাসাবাদ বা প্রশ্ন করার সময় লাঞ্ছনা, অপব্যবহার বা নির্যাতন করে তাহলে আইন অনুযায়ী আপনি উক্ত পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন এবং অভিযোগ প্রমানিত হলে তার শাস্তি হবে [বাংলাদেশ দণ্ডবিধি এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩]
- আদালতে অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে আপনি সরকারি ও বেসরকারি আইনগত সহায়তা পাবার জন্য আবেদন করতে পারেন।

রিট পিটিশন কী?

যখন আপনি মনে করেন যে আপনার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, তখন আপনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন দায়ের করতে পারেন। যদি হাইকোর্ট সন্তুষ্ট হয় যে এতে আপনার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ দায়েরের আদেশসহ আদালতের বিবেচনায় অন্য যে কোন আদেশ দিতে পারেন। [সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ]